বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

"এক নজরে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড"

পরিচিতি:

১৯৭৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির ৬২ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে "বাংলাদেশ রেশম বোর্ড সৃষ্টি হয়। বোর্ড সৃষ্টিলগ্নে বিসিক হতে রেশম কর্মকান্ডসহ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং রাজশাহী রেশম কারখানা বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বোর্ড কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে অবস্থিত। ১৯৯৮ সালে কোম্পানী আইনে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে ১৩ নং আইনবলে রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

ভিশন: দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন

মিশন : লাগসই প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল ও উন্নত গবেষণার মাধ্যমে রেশম খাতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ কাজে লাগিয়ে রেশম চাষ ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন

রেশম বোর্ডের উদ্দেশ্য:

- উৎপাদিত রেশম পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;
- রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও রেশম চাষীদের সহায়তা প্রদান।

জনবল:

অনুমোদিত পদ (সংখ্যা)	পূরণকৃত পদ (সংখ্যা)	শূন্য পদ (সংখ্যা)	**মন্তব্য**
৫৮১	১০৭	৪৭৪	**সম্প্রতী ৫০ সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।**

মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক

ক্র:নং	অফিস	সংখ্যা	অবস্থান
১।	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৫	রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ঝিনাইদহ ও রাঙামাটি
২।	জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৭	ভোলাহাট,ঠাকুরগাঁও, গাজীপুর, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ
৩।	রেশম নার্সারী	১১	পি৩ কেন্দ্র- ১টি (রাজশাহী) পি$_২$ -২টি (বগুড়া,দিনাজপুর) পি$_১$ -৮টি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলাহাট(চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মীরগঞ্জ(রাজশাহী), ঈশ্বরদী(পাবনা), ঝিনাইদহ(যশোর), রংপুর, কোনাবাড়ী(গাজিপুর) এবং ময়নামতি(কুমিল্লা)
৪।	রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র	৫৯	৩২ জেলার ৫২টি উপজেলায় অবস্থিত।
৫।	তুঁতবাগান	৬	ঠাকুরগাঁও (ব্রাক্ষ্মণভিটা, ঠান্ডিরাম, রত্নাই), দিনাজপুর(সাদামহল, সনকা),বান্দরবান (রেইচ্যা)

৬।	চাকী রেয়ারিং সেন্টার	২০	১১টি জেলার ১৩ টি উপজেলায় অবস্থিত।
৭।	মিনিফিলেচার সেন্টার	১২	ভোলাহাট(চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মীরগঞ্জ(রাজশাহী), চাটমোহর(পাবনা), বাগবাটি(সিরাজগঞ্জ), জয়পুরহাট, বড়বাড়ী(লালমনিরহাট), রানীসংকৈল(ঠাকুরগাঁও), দৌলতপুর(কুষ্টিয়া), ঝিনাইদহ, ময়মনসিংহ, কোনাবাড়ী(গাজীপুর), লামা(বান্দরবান)
৮।	রেশম কারখানা	২	রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও

চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান প্রধান সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

- রেশম চাষি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফার্মিং পদ্ধতিতে ১১০০ বিঘা জমিতে রেশম চাষ
- দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে **৩২৭০** জন রেশম চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রায় **২৩৬৯** জন রেশম চাষিকে পলুপালন সরঞ্জমাদি প্রদান
- এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ করা
- রেশম চাষীদের **৮৭৪**টি পলুঘর নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান
- ১২০ বিঘা জমিতে তুঁতবাগান রক্ষণাবেক্ষণ

চলমান প্রকল্পসমূহ:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		প্রকল্পের আওতাধীন এলাকা
			আর্থিক	বাস্তব	
"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা" শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০২১ হতে এপ্রিল ২০২৫	৪৪৭০.০০	**৭৩.১৬%**	**৮২%**	৩৩টি জেলার **৫৪**টি উপজেলা

রেশম গবেষণা কার্যক্রম:

- ১১৪ টি রেশম কীটের মাতৃ-পিতৃ জাত সংরক্ষণ;
- ৮৪টি তুঁতজাতের মাতৃ-পিতৃ জাত সংরক্ষণ;
- সম্প্রসারণ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক তুঁত কাটিংস সরবরাহ এবং পি৩ কেন্দ্রের চাহিদা মোতাবেক রেশম কীটের জাত সরবরাহ

রাজশাহী রেশম কারখানা সংক্রান্ত:

- রাজশাহী রেশম কারখানা স্থাপনের বছর ১৯৬১ খ্রিঃ
- রাজশাহী রেশম কারখানায় প্রথম উৎপাদন শুরুর বছর ১৯৬২ খ্রিঃ
- রাজশাহী রেশম কারখানা স্বল্প পরিসরে পুনরায় চালু হয় ২৭/০৭/২০১৮ খ্রি:
- বর্তমানে ১৯টি পাওয়ার লুমে পর্যায়ক্রমে রেশম বস্ত্র বুনন করা হচ্ছে
- রাজশাহী রেশম কারখানায় বর্তমানে ২০ জন শ্রমিক দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে (কাজ নেই মজুরি নেই) কাজ করছে
- কারখানা পুনরায় চালুর পর হতে এপ্রিল/২০২৫ পর্যন্ত ৫৩,০০০ মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়েছে
- কারখানায় গড় বাৎসরিক কাপড় উৎপাদন প্রায় ৭০০০ মিটার।
- **বর্তমানে রাজশাহী রেশম কারখানার শোরুমে প্রতি মাসে গড়ে ২.০০ থেকে ২.৫০ লক্ষ টাকার কাপড় বিক্রয়**

উৎপাদিত পণ্য:

- গরদ শাড়ী, বিভিন্ন প্রিন্টের শাড়ী, টু পিস, ওড়না, হিজাব, রেশম শাল, মটকা থান কাপড়, ডুপিয়ন থান কাপড়, বলাকা থান কাপড় এবং প্রিন্টেড থান কাপড় উৎপাদন ও বিক্রয় করা হচ্ছে।